ভোরের কাগজ

138

NOV. 1 9 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৮

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চাই

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' বিষয়টিও সুপ্রাচীন। এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগে 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান'-এর সঙ্গে 'তথ্য' শব্দটিও যুক্ত হয়ে 'গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান' নাম হয়েছে। গ্রন্থাগারে এখন আর শুধু বই-ই শোভা পায় না, শিক্ষার জন্য তথ্য যাতে ধারণ করা হয় তার সবই গ্রন্থাগারে সংগ্রহ এবং সংরক্ষিত হয়। সে কারণে গ্রন্থাগার শব্দটির সঙ্গে এখন গ্রন্থাগার ও জাদুঘর সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থাগারে এখন লাখ লাখ বইয়ের সঙ্গে অডিও ভিস্যুয়াল সামগ্রী, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হচ্ছে। গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে এই বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং সমর্থিত। দেশ ও বিদেশে এই বিষয়ের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি দেওয়া হয়। তথ্য সংবলিত সামগ্রী সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং বিতরণের নিয়ম পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য এই বিষয়টি অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যক।

সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে তথ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ না হলে সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক লেখাপড়া জানা লোকই অজ্ঞাত। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এবং বিদেশে এই বিষয়ে ডিগ্রিধারী এবং অভিজ্ঞ লোকদের পাঠানোর জন্য বিষয়টির চাহিদা অত্যধিক। আমাদের দেশের অধিকাংশ কলেজগুলোতে লাইব্রেরিয়ানের পদ খালি। যেকোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ের লোক চাইলে অতি নগণ্য সংখ্যায় আবেদনপত্র পাওয়া যায়। শুধু ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি দেওয়া হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি পর্যায়ে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু আজো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আমাদের দেশে এই বিষয়টি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ এমন অনেক বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আছে যে বিষয়ের শিক্ষার্থী সারা বাংলাদেশের কোনো কলেজেই নেই। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এই বিষয়টি বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হলে প্রচুর শিক্ষার্থী এ বিষয়ে পড়াশুনা করবে এবং পড়াশুনাশেষে শুধু দেশে নয়, বিদেশেও লেখাপড়া এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

সুতরাং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এবং অন্যান্য বোর্ড কর্তৃপক্ষকে যুগের চাহিদানুসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান' বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আগামী শতাব্দীর প্রথম শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মুহম্মদ আখতারুজ্জামান
অধ্যক্ষ ডা. সেকান্দর আলী কলেজ
শেরপুর টাউন, শেরপুর।